যুগান্তর

তারিখ ১৭ ০৬ ২০১২ পৃষ্ঠা ২ কলাম ...

তিন বছরে নতুন ২৪ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

ছয় মাস না পেরুতেই বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। নতুন মেডিকেল কলেজ ও আসনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দেয়ার লক্ষ্যে আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ সংক্রান্ত কমিটির জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে রাজধানীতে আশিয়ান মেডিকেল কলেজ ও খুলনায় আকিজ আদ্-দীন নামে দুটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে বলে জোর গুঞ্জন উঠেছে। তাছাড়া গত বছর অনুমোদন পেয়ে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করছে এমন ৪-৫টি মেডিকেল কলেজের আসনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন দিতেও জোর তদবির চলছে। তদবিরের চাপে 'বিব্রত' স্বাস্থ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. আফম রুহুল হক। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, নতুন মেডিকেল কলেজ ও আসন সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমোদন প্রদানের নেপথ্যে কোটি কোটি টাকার অবৈধ আর্থিক লেনদেন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিটি কলেজের অনুমোদনে ৫ কোটি ও প্রতি আসনসংখ্যা ৩ লাখ থেকে ৫ লাখ টাকার গোপন চুক্তি হচ্ছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকরা অভিযোগের কোন সত্যতা নেই বলে দাবি করে আসছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বর্তমান সরকারের আমলে ইতিমধ্যেই ২৪টি নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বর্তমানে দেশে মোট বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫৩টি। নাম প্রকাশ না করার শর্তে চিকিৎসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা যুগান্তরকে বলেন, নতুন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন ও আসনসংখ্যা বৃদ্ধি এখন মহাবাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ না করে শুধু কলেজ খুলে শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়াই এখন মূল লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এ বাণিজ্যের সঙ্গে একাধিক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক ও চিকিৎসক নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারা জরুরি বৈঠক ডাকার কথা স্বীকার করে বলেছেন, প্রয়োজনীয় নীতিমালা অনুসরণ করে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে কমিটি সন্তুষ্ট হলে তবেই নতুন কলেজের অনুমোদন ও যৌক্তিক চাহিদার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। নতুন কলেজ অনুমোদন, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ও নবায়ন কমিটিতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব, অতিরিক্ত

নেপথ্যে কোটি কোটি টাকার লেনদেন

সচিব, যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন), বিএমএ মহাসচিব, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির ডিন, বিএমডিসির রেজিস্ট্রার, বিপিএমপিএর সভাপতি, মহাসচিব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন, ডেন্টাল ফ্যাকাল্টির ডিন প্রমুখ রয়েছেন। প্রচলিত ধারা অনুযায়ী মেডিকেল কলেজ চালুর আগে বাধ্যতামূলকভাবে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তি গ্রহণ, শিক্ষার্থী অনুপাতে একাডেমিক ভবন, শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ এবং ৫০ আসনের কলেজের জন্য ২৫০ শয্যার হাসপাতাল ও বেড অনুপাতে রোগী থাকতে হয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকলেও তা অনুসরণ করা হয় না। ন্যূনতম নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ভবন দেখে অনুমোদন দেয়ার মতো অনৈতিক কাজ চলছে। গত ডিসেম্বরে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় আর নতুন কোন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সূত্র আরও জানায়, আজকের বৈঠকে দুটি নতুন মেডিকেল কলেজ অনুমোদন দেয়ার পাশাপাশি আগামী মাস ছয়েকের মধ্যে বেসরকারি পর্যায়ে আরও ৫-৭টি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়ার ব্যাপারে জোর তদবির চলছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকানার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষমতাসীন দলের একাধিক মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ব্যবসায়ী, সাবেক সরকারি উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও চিকিৎসক নেতারা জড়িত। বর্তমানে দেশে সরকারি পর্যায়ে ২২টি ও বেসরকারি পর্যায়ে ৫৩টি বেসরকারিসহ মোট ৭৫টি মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হচ্ছে। গত শনিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন শাখা) উদ্যোগে চিকিৎসা শিক্ষা শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনারে উপস্থিত স্বাস্থ্যসচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন, সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকদের মুখে ঘুরে-ফিরে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই এতগুলো মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া উচিত হয়নি এমন বক্তব্য ওঠে আসে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ বলেন, দেশে কোনভাবেই ২০টির বেশি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দেয়া অনুচিত হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।